গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৩ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা | ২৯ জুন ২০২১ (ডিজিটাল) | www.ganadabi.com | পৃ. ১

মানুষের জীবন নিয়ে এ ভাবেও ছিনিমিনি খেলা যায়!

কোভিডের টিকা পাওয়া নিয়ে উদ্বেগ, অনিশ্চয়তার মধ্যেই ভুয়ো টিকাকাণ্ড নিয়ে রাজ্য জুড়ে আলোড়ন উঠেছে। এক প্রতারক কলকাতা পুরসভার জয়েন্ট কমিশনার হিসাবে নিজের পরিচয় দিয়ে একের পর এক ভুয়ো টিকাকরণ শিবির চালিয়েছে। সেইসব শিবিরে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলের নেতৃস্থানীয় বেশ কয়েকজনের উপস্থিত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। তৃণমূলের এক সাংসদ পর্যন্ত ভুয়ো শিবিরে টিকা নিয়ে প্রতারিত হয়েছেন। তাতেই সামনে এসেছে জালিয়াতির এই ভয়ঙ্কর ঘটনা। জানা গেছে, কোভিডের টিকার বদলে শিবিরগুলিতে অ্যান্টিবায়োটিক ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে, বিরূপ প্রতিক্রিয়া হলে যা থেকে মৃত্যুও বিচিত্র নয়।

কোভিডের তৃতীয় ঢেউয়ের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ভুয়ো টিকার এমন ঘটনায় প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে মুখ্যমন্ত্রী কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন। পুলিশ ও পুরসভা দায় এড়াতে পারে না— এমন কথাও বলেছেন তিনি। এই প্রতারণা চক্রের পিছনে থাকা রাঘব-বোয়ালদের পুলিশ খুঁজে বের করে কি না, সময়ই তা বলবে। কিন্তু সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন, কোভিডের টিকার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে লোক-ঠকানোর এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হল কী করে? কলকাতার সাথে সাথেই মহারাষ্ট্রেও একই ধরনের জালিয়াতির অভিযোগ সামনে এসেছে। আরও কত ঘটনা চাপা আছে কে জানে!

কোভিড অতিমারি বিশ্ব জুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেছে। এই রোগের প্রকোপ নিয়ন্ত্রণে আনতে উপযুক্ত চিকিৎসা পরিকাঠামো তৈরি রাখার পাশাপাশি সর্বাগ্রে প্রয়োজন সার্বিক টিকাকরণ, অর্থাৎ সরকারি

দুয়ের পাতায় দেখুন

টিকা দুর্নীতির তদন্ত ও দোষীদের শাস্তি চেয়ে
মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্যর চিঠি আটের পাতায়

পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ১-৬ জুলাই বিক্ষোভের ডাক

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের পেট্রল ডিজেল কেরোসিনের মূল্যবৃদ্ধি সহ জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে আন্দোলনের ডাক দিল এস ইউ সি আই (সি)। ১ জুলাই থেকে ৬ জুলাই প্রতিবাদ সপ্তাহ পালন করার আহ্বান জানিয়েছে দলের রাজ্য কমিটি। ১ জুলাই প্রতিটি গ্রাম স্তরে বিক্ষোভ এবং ২ থেকে ৫ জুলাই হাটে বাজারে গঞ্জে জনবহুল এলাকায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে প্রচার আন্দোলন চলবে। আন্দোলনের এই কর্মসূচি ঘোষণা করে রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন, সমস্ত রেশন গ্রাহকদের রেশন কার্ডের সাথে আধার কার্ডের লিঙ্ক আগস্ট মাসের মধ্যে করাতে হচ্ছে, অন্যথায় তাদের রেশন

দুয়ের পাতায় দেখুন

তিনটি কালা কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে কলকাতার রাজভবনে কৃষক-শ্রমিক বিক্ষোভ। ২৬ জুন

কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, ওড়িশা রাজ্য সম্পাদক
কমরেড ধূর্জটি দাশের জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং ওড়িশা রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড ধূর্জটি দাশ ২৪ জুন ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর।

কিছুদিন আগে তিনি কোভিড নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়েও সেরে উঠেছিলেন। মৃত্যুর দিন পনেরো আগে পিঠের প্রচণ্ড ব্যথার জন্য তাঁকে কলকাতায় এনে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকরা জানান তিনি দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত এবং রোগ বহুদূর ছড়িয়ে গেছে। ক্যান্সারের আক্রমণে তাঁর বিভিন্ন অঙ্গ বিকল হতে শুরু করে। চিকিৎসক-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর জীবন রক্ষা করা যায়নি।

কমরেড ধূর্জটি দাশের মৃত্যুতে কেন্দ্রীয় কমিটি সারা দেশে তিনদিনের শোক পালনের আহ্বান জানায়। দলের সমস্ত অফিসে রক্তপতাকা এই তিনদিন অর্ধনমিত রাখা হয়, কমরেডরা কালো ব্যাজ ধারণ করেন। হাসপাতালে তাঁর মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান সেখানে উপস্থিত কেন্দ্রীয় কমিটি, রাজ্য কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং অন্যান্যরা।

মরদেহ দলের কেন্দ্রীয় অফিস ৪৮ লেনিন সরণিতে আনা হলে প্রথমেই সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের পক্ষে মাল্যদান করেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু, পলিটবুরো সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী ও কমরেড অসিত ভট্টাচার্যের পক্ষে মাল্যদান করা হয়। মাল্যদান করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও ঝাড়খণ্ড রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড রবীন সমাজপতি, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং মধ্যপ্রদেশ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রতাপ সামল, উত্তরপ্রদেশ রাজ্য কমিটির পক্ষে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন চ্যাটার্জী। উপস্থিত অন্যান্য কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দও মাল্যদান করেন। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও বিহার রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড অরুণ সিংয়ের পক্ষেও মাল্যদান করা হয়। ওড়িশা রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড নিরাকার পণ্ডা এবং উপস্থিত অন্যান্য নেতা কর্মীরা মাল্যদান করার পর কমরেড শিবদাস ঘোষের স্মরণে সঙ্গীত এবং আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে চোখের জলে প্রিয় কমরেডকে বিদায় জানান উপস্থিত নেতা-কর্মীরা। ওই দিন রাতেই মরদেহ নিয়ে নেতা-কর্মীরা ভুবনেশ্বরের উদ্দেশে রওনা হন।

পরদিন ভুবনেশ্বরে দলের ওড়িশা রাজ্য অফিসে বিভিন্ন জেলা থেকে আগত নেতা-কর্মী-সমর্থক সমবেত হন। মরদেহবাহী গাড়ি পৌঁছলে স্বেচ্ছাসেবকরা গভীর আবেগে তাঁদের প্রিয় কমরেড এবং নেতার মরদেহ নামিয়ে রক্তপতাকা মোড়া বেদিতে রাখেন। শুরু হয় মাল্যদান পর্ব। মাল্যদান করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও এ আই ইউ টি ইউ সি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত। ওড়িশা রাজ্য কমিটির সদস্যবৃন্দ, গণফ্রন্টগুলির রাজ্য নেতৃবৃন্দ সহ বহু কমরেড, সাধারণ মানুষ, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা মাল্যদান করেন। কমসোমলের পক্ষ থেকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। করোনার জন্য শেষযাত্রায় বেশি মানুষের অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা থাকায় সকলে তাতে যোগ দিতে পারেননি। কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে সঙ্গীত এবং আন্তর্জাতিক সঙ্গীত গাইতে গাইতে তাঁরা কমরেড ধূর্জটি দাশের মরদেহবাহী গাড়ি শ্মশানের উদ্দেশে দিয়ে যান।

৯ জুলাই তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হবে। স্মৃতিচারণ করে বিপ্লবী শ্রদ্ধা জানাবেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। অনলাইনে এটি সম্প্রচারিত হবে।

কমরেড ধূর্জটি দাশ লাল সেলাম

মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি

একের পাতার পর

উদ্যোগে দেশের প্রতিটি মানুষকে টিকার আওতায় নিয়ে আসা। তার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে বিনামূল্যে টিকাকরণের কর্মসূচি সফল করাই ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। তার বদলে দেখা গেল, আমাদের 'সর্বশক্তিমান' প্রধানমন্ত্রী কোভিড টিকাকে একজন বিশেষ ব্যবসায়ীর মুনাফা লোটার হাতিয়ারে পরিণত করলেন। দ্রুত প্রয়োজনীয় সংখ্যক টিকা উৎপাদনের ব্যবস্থা দূরস্থান, বিভিন্ন সংস্থার কাছে বিভিন্ন দামে টিকা বিক্রির ব্যবস্থা করল কেন্দ্রীয় সরকার, যার সুযোগ নিল বেসরকারি স্বাস্থ্য-ব্যবসায়ীরা। ঘরে-বাইরে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে অনেক দেরি করে শেষপর্যন্ত যখন বিনামূল্যে টিকার ঘোষণা হল, ততক্ষণে টিকা পাওয়া নিয়ে হাহাকার পড়ে গেছে। সঠিক সময়ে উপযুক্ত পরিমাণ টিকার জোগান না থাকায় মানুষ হন্যে হয়ে যেখানে পাওয়া যায় সেখানেই টিকা নেওয়ার সুযোগ খুঁজছে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিই তো প্রতারকদের কাছে লোক-ঠকানোর সুবর্ণসুযোগ উপস্থিত করেছে! একা এই জালিয়াতটিই তো নয়, টিকা নিয়ে গত কয়েক মাসে রাজ্যে আরও কয়েকটি প্রতারণার ঘটনা ঘটেছে। টিকার নামে কোথাও অনলাইনে টাকা হাতানো হয়েছে। কোথাও টিকা প্রদানকারী সংস্থার নাম করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বয়স্ক মানুষকে বোকা বানিয়েছে ঠগবাজরা। অথচ গোড়া থেকেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই টিকাকরণ কর্মসূচি যদি সম্পূর্ণ ভাবে সরকারি নিয়ন্ত্রণে থাকত, তাহলে এ ধরনের ঘটনা আদৌ ঘটতে পারত কি? কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিজেপি নেতৃত্ব এর দায় এড়াতে পারেন না।

প্রশ্ন আছে আরও। জানা গেছে, এই প্রতারক কলকাতা পুরসভার জয়েন্ট কমিশনার পরিচয় দিয়ে জালিয়াতি চালাত। সেই পরিচয়েই সে একের পর এক ভুয়ো টিকাকরণ শিবির করেছে। সংবাদে প্রকাশ, আজ থেকে দশ বছর আগেই পুরসভার ওই পদটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও এত দিন ধরে সে ওই ভুয়ো পদ ব্যবহার করতে পারল কী করে! এই জালিয়াতি পুরসভার কর্তাদের কারও নজরে এল না, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? নাকি তাঁরা সব জেনেও চোখ বুজে ছিলেন! শুধু তাই নয়, এই জালিয়াতটির নামে আগে থেকেই নানা অভিযোগ ছিল। খোদ পুরসভারই এক শীর্ষ কর্তা নিউমার্কেট থানায় এক সময় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। পুরসভায় চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে অনেকের কাছ থেকে নথি জমা নিয়েছিল সে। এমনকি পুরসভার কর্তাদের সই জাল করে এই জালিয়াত একাধিক ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্টও খুলেছিল, লেনদেন করেছিল বড় অঙ্কের টাকার! খোদ মেয়রের নামের সাথে তার নাম জুড়ে ফলক পর্যন্ত লাগানো হয়েছিল! এবার পুরসভার লোগো, ব্যানার ব্যবহার করে এই প্রতারক অবাধে ভুয়ো শিবির চালিয়ে গেল দিনের পর দিন! প্রশাসন ও শাসক দলের বড়কর্তাদের সঙ্গে যথেষ্ট সুসম্পর্ক না থাকলে এ ঘটনা যে ঘটতে পারে না, বুঝতে অসুবিধা হয় কি?

ভুয়ো টিকার এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠে গেছে। রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা যাদের কাজ, খোদ রাজধানী শহরে তাদের চোখের সামনে দিনের পর দিন ভুয়ো শিবির চালু থাকল, শয়ে শয়ে মানুষ টিকার নামে অ্যান্টিবায়োটিক শরীরে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন, অথচ পুলিশ ঘুণাক্ষরেও খবর পেল না, শিবিরগুলি সম্পর্কে খোঁজ নিল না, এ কথা কি বিশ্বাস করা যায়! নাকি, পুলিশমহলের বড়কর্তাদের ঠিকঠাক 'খুশি' করতে পারার সুবাদেই সে ছাড় পেয়ে গেছে! পুরসভা এবং কলকাতা পুলিশের বড়কর্তারা তার কাছ থেকে উপহার নিয়েছেন, সে কথাও তো ফাঁস হয়ে গেছে! ফলে শুধু এই প্রতারকের একার কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করলেই হবে না, আগামী দিনে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা এই ধরনের জালিয়াতি রুখতে, এর পিছনে থাকা পুলিশ-প্রশাসন ও শাসক দলের রাঘব-বোয়ালদের অতি অবশ্যই চিহ্নিত করতে হবে এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। আতঙ্কিত রাজ্যবাসী জোর গলায় আজ এই দাবিই জানাচ্ছে সরকারের কাছে।

এই প্রসঙ্গে কোনও কোনও মহল থেকে পুলিশের সংখ্যাবৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে। ওই দফতরে নাকি লোকবলের অভাব! প্রশ্ন হল, পুলিশের সংখ্যা বাড়ালেই কি বন্ধ হবে এই জালিয়াতি, না কি প্রয়োজন দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলা! অন্যায়ের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে থাকা যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে আমরা রয়েছি, তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে প্রশাসনের প্রতিটি স্তর আজ দুর্নীতিতে পূর্ণ। এর মধ্যেও সদিচ্ছা থাকলে, নাগরিকদের জীবনের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকলে পুলিশ-প্রশাসনকে নিরপেক্ষ ভাবে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করতে পারে সরকার।

ফলে এই জালিয়াত ও তার পিছনে থাকা রাঘব-বোয়ালদের যথাযথ ভাবে চিহ্নিত করে রাজ্য সরকার প্রতারণা চক্রটির মূলোচ্ছেদ করে কি না, তা থেকেই স্পষ্ট হয়ে যাবে রাজ্যবাসীর জীবন বিপন্নকারী এই ধরনের ভয়ানক প্রতারণা রুখতে তাদের সদিচ্ছা কতখানি। প্রকৃতপক্ষে এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে রাজ্যবাসীর ভবিষ্যত জীবনের সুরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি।

ভুবনেশ্বরে দলের ওড়িশা রাজ্য অফিসে কমরেড ধূর্জটি দাশের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন নেতা-কর্মী-সমর্থকবৃন্দ

কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে পূর্ব মেদিনীপুরে অবস্থান

কর্পোরেট স্বার্থবাহী তিনটি কালা কৃষি আইন ও বিদ্যুৎ বিল-২০২০ বাতিলের দাবিতে দিল্লিতে চলমান কৃষক আন্দোলনের ৭ মাস পূর্তি দিবসে ২৬ জুন অবস্থান-বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল সারা ভারত সংযুক্ত কিসান মোর্চা ও অল ইন্ডিয়া কিসান-খেতমজদুর সংগঠন। এদিন কলকাতায় রাজভবনের সামনে অবস্থানের পাশাপাশি জেলায় জেলায় অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া স্টেশন বাজার, তমলুক শহর, নন্দীগ্রাম, হেঁড়িয়া, ভগবানপুর প্রভৃতি এলাকায় কর্মসূচিগুলিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি উৎপল প্রধান, জেলা সম্পাদক জগদীশ সাউ, কার্তিক বেরা, সমরেশ মাইতি প্রমুখ।

তমলুক ঃ দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় রূপনারায়ণ নদের সঙ্গে যুক্ত পায়রাটুঙি খাল মজে গেছে। সাম্প্রতিক বর্ষায় পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা এবং চাষের জমিতে জল জমে যাওয়ায় বীজতলা করা যায়নি। আমন চাষে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। অবিলম্বে জলনিকাশি এবং স্বল্প সময়ের চাষের জন্য বীজধান সরবরাহ সহ নানা দাবিতে ২৫ জুন তমলুক বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখাল কৃষক সংগ্রাম কমিটি। এছাড়া তমলুক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। কমিটির পক্ষে অভিযোগ, করোনা পরিস্থিতির দরুন দীর্ঘদিন মানুষের কাজ নেই। সার বীজ কীটনাশকের অত্যধিক দাম হওয়ায় চাষে লাভ নেই। এর উপর এই খালটির সংস্কার না হওয়ায় জলের অভাবে গত বোরো ধানের চাষও ভাল হয়নি। এবারও মাঠগুলিতে জল জমায় আমন বীজতলা করা যাচ্ছে না। অবিলম্বে দাবিগুলি না মানা হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে যাবেন কৃষকরা।

কোলাঘাট ঃ এই জেলারই কোলাঘাটে বরদাবাড়ে দেনান খালের উপর কংক্রিটের ব্রিজ তৈরির কাজ দ্রুত শেষ করে সেচ দপ্তরের দেনান-দেহাটি জলনিকাশি প্রকল্পটির দ্রুত রূপায়ণ, বর্ষার আগে সমস্ত নিকাশি খালে জমে থাকা কচুরিপানা তোলা, দেহাটি-দেনান-সোয়াদিঘি-গঙ্গাখালি প্রভৃতি লকগেটগুলির সমস্ত সাটার তোলা-ফেলার বন্দোবস্ত, সমস্ত ভাগচাষি সহ কৃষকদের কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কৃষকবন্ধুর টাকা প্রদান প্রভৃতি দাবিতে ২৭ জুন এলাকার উত্তর জিএগদা হাইস্কুলে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপস্থিত ছিলেন কৃষক সংগ্রাম পরিষদের সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সভায় কৃষকের ঘরে জমে থাকা বোরো মরশুমের সমস্ত ধান খাদ্যদপ্তর যাতে সরকারি সহায়ক মূল্যে অবিলম্বে ক্রয় করে সে ব্যাপারেও আলোচনা হয়।

বিক্ষোভের ডাক

একের পাতার পর

বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু লিঙ্ক করাতে খুবই সমস্যা হচ্ছে। কখনও সার্ভার ডাউন, কখনও আবার রেশন কার্ড ও আধার কার্ডে নাম এক না হলেও হচ্ছে না। এই সমস্যা প্রতিকারে স্থানীয় স্তরে আন্দোলন হবে। ৬ জুলাই পশ্চিমবাংলার প্রতিটি ব্লকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কুশপুতুল জ্বালিয়ে বিক্ষোভ সংগঠিত হবে।

কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, করোনা মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উদাসীনতার বিরুদ্ধে অনলাইন ও অফলাইন প্রতিবাদ চলছে। দলের ছাত্র-যুব-মহিলা স্বেচ্ছাসেবকরা করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসা পরিষেবা, অক্সিজেন সরবরাহ, কমিউনিটি কিচেন পরিচালনা, পরিযায়ী শ্রমিক, কাজ হারানো দুর্গত মানুষ এবং ইয়াস ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ বিতরণের মতো কর্মসূচিতে আত্মনিয়োগ করেছেন।

দিল্লিতে ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে গ্রামে গ্রামে সাধারণ কৃষকদের জড়িত করে কৃষক সংগ্রাম কমিটি গড়ে তোলার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। করোনা অতিমারির সুযোগ নিয়ে রেল ব্যাংক-বিমা ভারী শিল্পগুলিকে জলের দরে কর্পোরেট মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে শ্রমিক বেকার যুবক হকার মহিলা ছাত্র কাজ হারানো নানা অংশের মানুষকে নিয়ে গড়ে ওঠা কমিটির উদ্যোগে আন্দোলন তীব্র করতে হবে।

জনস্বাস্থ্য রক্ষা, করোনার সুষ্ঠু চিকিৎসা, অতি দ্রুত টিকাকরণ ইত্যাদি সহ চিকিৎসক নার্স স্বাস্থ্যকর্মীদের দাবিগুলি নিয়েও সংশ্লিষ্ট অংশের জনগণকে যুক্ত করে কমিটি ও আন্দোলনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ র বিরুদ্ধে, শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিরোধী চিন্তা, ধর্মীয় অন্ধতা এবং উগ্র সাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধেও ইতিমধ্যেই দেশের প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবী শিক্ষাবিদ বিজ্ঞানী অধ্যাপক শিক্ষকদের নিয়ে শিক্ষা আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আশা কর্মী, আইসিডিএস, মিড ডে মিল ওয়ার্কারদের উপর সরকারি বঞ্চনার প্রতিবাদেও গৃহীত হয়েছে আন্দোলনের পরিকল্পনা। এছাড়া বিদ্যুৎ নীতির বিরুদ্ধে, জনজাতি মানুষের উচ্ছেদের প্রতিবাদে আন্দোলনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

জো হুজুর সংবাদমাধ্যমই চায় বিজেপি সরকার

সত্যের জোর বেশি, না অসত্যের, অন্যায়ের? এর উত্তর যুগে যুগেই খুঁজেছে মানুষ। অর্থের জোর বেশি না কলমের জোর, দুর্নীতির জোর বেশি না নীতির জোর, গায়ের জোর বেশি না বুদ্ধির জোর — সঠিক যুগচিন্তা বলছে ন্যায়ের জোর, সত্যের জোর, কলমের জোর, বুদ্ধির জোর বেশি। তা কোনও কালেই কোনও শাসকগোষ্ঠী শত চেষ্টাতেও উল্টে দিতে পারে না। নিপীড়িত, শোষিত মানুষের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সত্যকে জানার, আর সে ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ (বর্তমান সময়েও সংবাদমাধ্যমের যতটুকু নিরপেক্ষতা রয়েছে)। সংবাদমাধ্যমের সেই স্বাধীনতাকেই চূড়ান্তভাবে হরণ করা হচ্ছে।

সম্প্রতি মদ মাফিয়াদের অবৈধ কারবারের বিরুদ্ধে খবর করতে গিয়ে রহস্যমৃত্যু হয়েছে ‘এবিপি গঙ্গা’ পত্রিকার প্রতাপগড় জেলার সাংবাদিক সুলভ শ্রীবাস্তবের। ওই সাংবাদিকের স্ত্রী অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে সুলভকে খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ করেছেন। পরিবারের আশঙ্কা, সুলভের মৃত্যু দুর্ঘটনায় হয়েছে বলা হলেও আসলে তাঁকে খুন করা হয়েছে। এর যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। জানা গেছে, ওই সাংবাদিক খুনের আশঙ্কা করে মৃত্যুর আগের দিনই পুলিশের এডিজি-র কাছে চিঠি দিয়েছিলেন। ‘সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট’ করার অভিযোগে অনলাইন পত্রিকা ‘দ্য ওয়ার’ এবং তার দুই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে এফআইআর করেছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। তাদের অপরাধ, গাজিয়াবাদে এক মুসলিম বৃদ্ধকে মারধর ও জোর করে ‘জয় শ্রীরাম’ বলানোর খবর তারা প্রকাশ করেছিল। পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সরাসরি অভিযোগ করেছেন, যোগী আদিত্যনাথের সরকার সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না।

কেরালার একটি মালয়ালম পত্রিকার সাংবাদিক সিদ্দিক কাপ্পানের সাথেও অমানবিক আচরণ করে চলেছে উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকারের পুলিশ। কোনও প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে গত এক বছর ধরে জেলে আটকে রেখেছে। গত ৫ অক্টোবর হাথরসে এক দলিত কিশোরীকে শারীরিক অত্যাচার করে পুড়িয়ে মেরে ফেলার খবর সংগ্রহ করতে গেলে ওই সাংবাদিক সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে ইউএপিএ এবং আইটিএ-র (ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যাক্ট) মতো আইনে মামলা দায়ের করা হয়। জেলের ভেতর তিনি বেঁচে রয়েছেন কি না তা একমাস পর্যন্ত জানানো হয়নি তাঁর পরিবারকে। তাঁর মায়ের মৃত্যুর সময়ও তাঁকে ছাড়া হয়নি। অথচ তাঁদের বিরুদ্ধে আনা একটা অভিযোগও আজ পর্যন্ত প্রমাণ করতে পারেনি পুলিশ। বিজেপির স্বপ্নের ‘রামরাজ্য’ দুষ্কৃতীদের স্বর্গরাজ্য, কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে জঙ্গলরাজ্যে পরিণত হয়েছে।

কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা রদের সমালোচনা করায় সে রাজ্যের দুটি সংবাদপত্রের দপ্তর বন্ধ করেছে পুলিশ এবং ১৮ জন সাংবাদিক জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের ভয়ানক জেরার মুখে পড়েছে। ৩০ বছর ধরে চলা জম্মু-কাশ্মীরের সবচেয়ে পুরনো ইংরেজি পত্রিকা ‘কাশ্মীর টাইমস’ বিজেপি সরকারের অবৈধ কাজকর্মের বিরোধিতা করায় তাদের জম্মুর অফিস বন্ধ করে দিয়েছে। সম্পাদক অনুরাধা ভাসিনকে তাঁর ফ্ল্যাট থেকে উচ্ছেদ করা হয় এবং পত্রিকার সমস্ত বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেওয়া হয়। জম্মু-কাশ্মীরে সাংবাদিকদের স্বাধীনভাবে কাজ করার পরিস্থিতি বিন্দুমাত্র নেই।

সারা দেশ জুড়ে এরকম অসংখ্য ঘটনা ঘটে চলেছে। অতিমারির সময়ে সরকার নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে করোনা-বিধির কড়াকড়িকে ঢাল করে সাংবাদিকদের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করছে ব্যাপকহারে। দিল্লি গণহত্যার সময় শাসক দলের এক নেতাকে প্রশ্ন করায় টিভি সাংবাদিক পরবিনা পুরকায়স্থ বীভৎস অত্যাচারের শিকার হন। দেশি-বিদেশি পুরস্কারপ্রাপ্ত দিল্লির সাংবাদিক নেহা দীক্ষিত ‘ধর্ষণ, অ্যাসিড হামলা ও হত্যার’ হুমকি পেয়েই চলেছেন। তাঁর ফ্ল্যাট ভাঙচুর হয়েছে, তিনি লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন। কৃষক আন্দোলনের খবর করতে গিয়ে বহু সাংবাদিক সরকার ও প্রশাসনের হেনস্থার শিকার হয়েছেন। রাজনৈতিক দলের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীদের দ্বারা সাংবাদিকদের প্রাণনাশের হুমকি, শারীরিক ও মানসিক নিগ্রহ, ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা, যে কোনও ঘটনায় সাম্প্রদায়িক রং চড়ানো, রহস্যমৃত্যু, খুন, লকআপে বন্দি করা, রাষ্ট্রদ্রোহী দাগিয়ে দিয়ে নানা অমানবিক আইনের জালে বছরের পর বছর বন্দি করে রাখা, বিচারের নামে প্রহসন ইত্যাদি চলছে। সত্যের আলো জ্বালিয়ে রাখার জন্য শাসক দলের থেকে এই সমস্ত ‘পুরস্কার’ জুটছে সাংবাদিকদের!

বর্তমানে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকে ভারত বিশ্বের মধ্যে ক্রমাগত নামতে নামতে ১৮০টি দেশের মধ্যে ১৪২-এ পৌঁছেছে। ‘মিডিয়া ওয়াচডগ’ রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস (আরএসএফ)-এর মতে, সাংবাদিকদের জন্য ‘বিশ্বের সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক’ দেশগুলির একটি ভারত। আরএসএফের মতে, ক্ষমতায় আসার পর বিজেপি সাংবাদিকদের জোর করে সরকারের হিন্দু জাতীয়তাবাদী লাইনের পক্ষে আনার চেষ্টা করে চলেছে। সেজন্য কখনও দুষ্কৃতীদের দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে তারা সাংবাদিকদের উপর আক্রমণ নামিয়ে এনেছে, কখনও পুলিশ দিয়ে অত্যাচার চালাচ্ছে।

সত্যকে তুলে ধরাই সংবাদমাধ্যমের কাজ। আজকের দিনে বেশিরভাগ বড় সংবাদমাধ্যমই কর্পোরেট পুঁজির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এর মধ্যেও সাংবাদিকদের কলমে যতটুকু বেরিয়ে আসে, তার টুঁটি চেপে ধরা মানে অসত্য, অন্যায়কে, অন্ধতাকে প্রশ্রয় দেওয়া। এর দ্বারা যুক্তিহীন, সরকারের আজ্ঞাবহ একদল মানুষকে গড়ে তোলার চেষ্টা চলে, যারা সরকারের যে কোনও কাজকেই অন্ধভাবে, ন্যায়-অন্যায় বিচার না করে সমর্থন করবে। সরকারও এদের সমর্থন দেখিয়ে বাহবা কুড়োয়। কোনও রকম সত্যের প্রকাশকে তাই জনবিরোধী সরকারগুলির এত ভয়। কংগ্রেসও জরুরি অবস্থার সময় সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করেছিল। বর্তমানে বিজেপি তা ভয়ঙ্করভাবে করে চলেছে। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ আসলে মতপ্রকাশের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ। সরকারের এতটুকু সমালোচনা করলেই রে রে করে ওঠা সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশের নয়, সরকারের স্বৈরাচারী মনোভাবেরই পরিচয়। এইভাবে বিরুদ্ধ মতকে দমন করার মধ্য দিয়ে এবং প্রচারমাধ্যমকে নিজেদের বশংবদ করতে চেয়ে বিজেপি ফ্যাসিবাদের জমিই প্রস্তুত করছে।

শুধু ত্রাণ নয়, আন্দোলনের পাশে দাঁড়ান— চাইছে হিঙ্গলগঞ্জ

উত্তর ২৪ পরগণার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের রূপমারি অঞ্চলের কুমিরমারি গ্রাম প্লাবিত হয়েছিল ইছামতির শাখা ডাঁশা নদীর জলে ঘুর্ণিঝড় ইয়াসের দিন। ১১টি জায়গায় বাঁধ ভেঙে গ্রামের শতাধিক বাড়ি, রাস্তা, চাষের জমি, পুকুর, ভেড়ি প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছে। ২৬ মে থেকে এক মাসের বেশি হয়ে গেলেও বহু পরিবার এখনও বাস করছেন রাস্তায় পলিথিন খাটিয়ে। এই পরিস্থিতিতে গ্রামবাসীদের পাশে দাঁড়িয়ে ১ জুন থেকে একটানা কমিউনিটি কিচেন চালিয়ে যাচ্ছে বিদ্যাসাগর দ্বিশত জন্মবর্ষ উদযাপন কমিটি, বসিরহাট কোভিড রিলিফ সোসাইটি এবং এআইকেকেএমএস যৌথভাবে। প্রতিদিন দু’বেলা করে ৩৫০ মানুষের রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা হয়েছে ওই কমিউনিটি কিচেনে। একই সাথে এই সংগঠনগুলি ৭ থেকে ১৩ জুন প্রতিদিন ১৩০০ মানুষের জন্য কমিউনিটি কিচেন চালিয়েছে ওই অঞ্চলেরই বাঁশতলা গ্রামে। রান্না করছেন গ্রামের মানুষই। দুটি স্থানেই মেডিকেল ক্যাম্পেরও ব্যবস্থা করেছে তিনটি সংগঠন।

এই প্রয়াসের পাশে দাঁড়ানোর জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন রাজ্যের নানা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন শুধু নয় বহু সাধারণ মানুষ। রিলিফ অ্যান্ড পাবলিক ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার, সার্ভিস ডক্টররস ফোরামের মতো স্বেচ্ছাসেবী এবং চিকিৎসকদের সংগঠন তো আছেই এছাড়াও এসেছেন অনেকে। তাঁদের সকলের

জোরেই একটানা চলছে কমিউনিটি কিচেন। ২৫ মে এমনই দুটি সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবীদের সাথে কুমিরমারি পৌঁছে শোনা গেল গ্রামবাসীদের কথা। সেদিন ওই গ্রামে পৌঁছেছিলেন প্রাক্তন কমসোমলদের সংগঠন ‘মধ্য কলকাতা অনুভব’ এবং আশুতোষ কলেজের প্রাক্তনীরা। ২০০৫ সালে এই গ্রামে প্রথম বাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ এলাকার চাষের জমিকে গ্রাস করেছিল নদী। পরে সামান্য কিছু অংশে কংক্রিটের বাঁধ তৈরি হলেও বেশিরভাগ জায়গাতে নতুন করে আর সে বাঁধ বাঁধেইনি সরকার। গ্রামবাসীদের চাপে পরে নদী থেকে বহু দূরে কিছুটা মাটির তৈরি রিং বাঁধ হয়েছে। ফলে নোনা জলের গ্রাসে চলে যাওয়া চাষের জমি আর উদ্ধার হয়নি। এ বছর সেই বাঁধটুকুও প্রায় শেষ। যা দেখিয়ে প্রভাস সরদার, দীপঙ্কর নাথ, সানাতন আড়ির মতো অনেকেই বললেন, কংক্রিটের বাঁধ না হলে এবার আমাদের বেঁচে থাকাই দুষ্কর।

গ্রামবাসীরা দেখালেন নদীর গভীরতা কমছে, জাগছে চর আবার একই সাথে বাড়ছে ভাঙন এবং বন্যা। সেই সিপিএম সরকারের আমল থেকে এই তৃণমূল সরকার কারও নদী নিয়ে সামগ্রিক পরিকল্পনা নেই। কেন্দ্রীয় সরকার সুন্দরবনের মানুষগুলির অস্তিত্বের কথা জানে কি না, সেটাই বোঝা যায় না! গ্রামের এক প্রবীণ মানুষের কথায়— ‘ভোট মানে যেন আজ অফারের রাজনীতি চলছে। বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলো নানা কিছু পাইয়ে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে মানুষের ভোট কিনতে ব্যস্ত। অথচ মূল সমস্যাগুলো নিয়ে তারা নীরব।’ বলে গেলেন, ‘ত্রাণ দিয়ে আমাদের ভুলে যাবেন না, স্থায়ী সমাধানের জন্য আমাদের পাশে দাঁড়ান’।

কিন্তু সুন্দরবনের নদী, পরিবেশ, বাস্তুতন্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে এলাকার লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন জীবিকা রক্ষা করতে হলে যে সামগ্রিক পরিকল্পনা দরকার, তা করবে কে? স্বাধীনতার পর থেকে রাজ্যে কেন্দ্রে গদিয়ান কোনও সরকারেরই তো মাথাব্যথা নেই!

কমিউনিটি কিচেনের অন্যতম উদ্যোক্তা এ আই কে কে এম এস-এর নেতা অজয় বাইন ছিলেন নদীর পাড়ে, গ্রামবাসীদের নিয়ে পরের দিনের কটালের সম্ভাব্য বিপদ সম্বন্ধে কথা বলছিলেন। গণদাবীর প্রশ্নের উত্তরে বললেন, ‘কংক্রিটের বাঁধ এবং ম্যানগ্রোভের বলয় তৈরির জন্য আমরা আন্দোলন শুরু করেছি। ইতিমধ্যেই সুন্দরবন জীবন জীবিকা রক্ষা কমিটি গড়ে উঠছে।’ গোটা সুন্দরবন জুড়েই যে দাবি আজ মানুষের মধ্যে উঠছে—শুধু ত্রাণ নয়, চাই স্থায়ী সমাধান। সেই দাবিতেই জোট বাঁধছে রূপমারি অঞ্চলের মানুষও।

ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ এআইডিএসও-র

করোনা অতিমারির বর্তমান পরিস্থিতিতে ইউনিভার্সিটিতে পাঠরত অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর পরিবারই যখন আর্থিক ভাবে চূড়ান্ত বিপর্যস্ত এবং পরীক্ষা সহ গোটা পড়াশোনার ব্যবস্থাটাই

তুফানগঞ্জ, কোচবিহার

অনলাইনে চলছে, সেই সময়ে পরীক্ষায় বসার আগে এনরোলমেন্ট ফি নেওয়ার এক অমানবিক ও চূড়ান্ত ছাত্রস্বার্থ বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এই অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এনরোলমেন্ট ফি সম্পূর্ণ মকুব করার দাবি জানিয়ে ২৫ জুন এ আই ডি এস ও-র উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

উত্তর দিনাজপুর

আলিপুরদুয়ার ঃ একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে ভর্তি-ফি মকুব, যে স্কুলগুলিতে দ্বাদশ শ্রেণির ভর্তি ফি নেওয়া হয়েছে, তা ফেরত এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপের টাকা ফেরতের দাবিতে ২৫ জুন স্মারকলিপি দিল এআইডিএসও আলিপুরদুয়ার কমিটি। এ দিন সংগঠনের কুমারগ্রাম ইউনিটের পক্ষ থেকে বিডিও-কে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

দিনহাটা ঃ অতিমারি পরিস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীদের ফি মকুব করা না হলে অনেক শিক্ষার্থীরই মাঝপথে শিক্ষাঙ্গন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই অবস্থায় অল ইন্ডিয়া ডি এস ও-র কোচবিহার জেলার দিনহাটা লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে ২৫ জুন এআই অফিস এবং মহকুমা শাসকের দপ্তরে স্কুল-কলেজের সমস্ত রকম ফি মকুবের দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

তুফানগঞ্জ ঃ সমস্ত রকম ভর্তি-ফি মকুব এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে ফর্ম ফিলাপের টাকা ফেরতের দাবিতে তুফানগঞ্জ মহকুমার দুটি স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তিনি ও অন্যান্য শিক্ষকরা দাবির প্রতি সহমত হন এবং দাবিগুলো ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর প্রতিশ্রুতি দেন।

দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ একই দাবিতে এআইডিএসও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ২৫ জুন ডি আই (এস ই)-র কাছে দাবিপত্র পেশ করা হয়। তিনি দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। এছাড়াও অন্যান্য জেলায় একই দাবিতে

ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর

কর্মসূচি পালিত হয়। প্রতিটিতেই সংগঠনের জেলা নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা সহ সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন।

মেচেদা, পূর্ব মেদিনীপুর

পূর্ব মেদিনীপুরে ছাত্র কনভেনশন

অতিমারি ও ইয়াস বিধ্বস্ত এলাকায় একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণি ও কলেজের সমস্ত ফি সম্পূর্ণ মকুব, সরকারি উদ্যোগে পাঠ্য সামগ্রী প্রদান সহ স্থায়ী সমুদ্রবাঁধ নির্মাণের দাবিতে ২৩ জুন বগুড়াল জালপাই আয়লা সেন্টারে উপকূলীয় ছাত্র কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।

ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র উদ্যোগে কনভেনশনে জুনপুট, কাদুয়া, হরিপুর, বিরামপুট, শৌলা, রঘুসর্বার এলাকার শতাধিক ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা অনেকেই নিজেদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। মূল আলোচক ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায়। বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য পঙ্কজ হোতা। সংগঠনের জেলা নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন।

কনভেনশন থেকে প্রভঞ্জন বেরাকে সভাপতি এবং সুজয় মাইতিকে সম্পাদক করে ২৫ জনের কাঁথি উপকূলীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়।

মদ বন্ধের দাবিতে নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটির ডেপুটেশন

সমাজে নিত্যদিন নারী নির্যাতন ও পারিবারিক অশান্তির পিছনে মদের ক্ষতিকারক প্রভাবের কথা জানা সত্ত্বেও অতিমারি ও লকডাউন পরিস্থিতির মধ্যেই মদের দোকান ও বারগুলি রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা রাখার সরকারি সিদ্ধান্তে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ স্তম্ভিত। অতিমারি ও লকডাউনে কাজ হারানো মানুষ যেখানে দু'বেলা খাবার জোটাতে পারছেন না, সেখানে সরকার ও প্রশাসনের উচিত ছিল মদ বন্ধে সদর্থক ভূমিকা নেওয়া। তার পরিবর্তে তাদের এই সিদ্ধান্তে পরিবারগুলি আরও বিপন্ন হবে। এই অবস্থায় নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটির উদ্যোগে ২৫ জুন সারা রাজ্যে বিভিন্ন প্রশাসনিক ভবনে মদের দোকান বন্ধ ও রাজ্যে মদ নিষিদ্ধ করার দাবিতে বিক্ষোভ ডেপুটেশনের কর্মসূচি পালিত হয়।

কলকাতা

২৩ জুন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনলাইন ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ২৫ জুন জেলায় জেলায় প্রশাসনিক ভবন ও আবগারি দপ্তরে মদের দোকান বন্ধ ও রাজ্যে মদ নিষিদ্ধ করার দাবিতে বিক্ষোভ দেখানো হয়। কলকাতায় রাজ্য সম্পাদিকা কল্পনা দত্তের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল রাজ্য আবগারি দপ্তরের আধিকারিকের হাতে দাবিপত্র তুলে দেন। এতে বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ অনিতা রায়ও উপস্থিত ছিলেন। ওই দিন পূর্ব মেদিনীপুর জেলাশাসক ও জেলা আবগারি দফতর এবং পাঁশকুড়া আবগারি দফতরে ডেপুটেশন দেয় কমিটি। জেলাশাসক দফতরে মঞ্জুশ্রী মাইতির নেতৃত্বে চন্দনা বেরা, প্রতিমা জানা, জয়শ্রী সামন্তের এক প্রতিনিধি দল

বেলদা, পশ্চিম মেদিনীপুর

অতিরিক্ত জেলাশাসক ও আবগারি অফিসারের হাতে দাবিপত্র তুলে দেন। শ্রাবণী মণ্ডলের নেতৃত্বে পাঁশকুড়াতেও আবগারি দফতরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

পাঁশকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর

পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদায় এ দিন একই দাবিতে আবগারি দফতরে ডেপুটেশন দেয় কমিটি। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কণিকা ধাড়া, কবিতা বেরা, প্রীতিলতা বরম, অর্চনা মণ্ডল, কাজল দাস প্রমুখ।

প্যারি কমিউনের দেড়শো বছর

আজ থেকে ১৫০ বছর আগে ১৮৭১ সালে প্যারি কমিউনের ঐতিহাসিক সংগ্রামে উত্তাল হয়েছিল ফ্রান্স তথা সমগ্র ইউরোপ। বুর্জোয়া শাসকদের ক্ষমতাচ্যুত করে ১৮ মার্চ বিপ্লবী কেন্দ্রীয় কমিটি প্যারিসের ক্ষমতা দখল করে শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র কমিউন প্রতিষ্ঠা করে। কমিউন গুণগত ভাবে ছিল বুর্জোয়া রাষ্ট্রের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রথমেই প্রশাসন থেকে আমলাতন্ত্রকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে কমিউন। ভাড়াটে সেনাবাহিনীর পরিবর্তে জনতার হাতে অস্ত্র তুলে দেয়। কমিউন সদস্য, কর্মচারী, অফিসারদের বেতনের ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেয়, যা একজন দক্ষ শ্রমিকের বেতনের মোটামুটি সমান। আট ঘণ্টা শ্রমসময় নির্দিষ্ট করে দেয়। শ্রমিকদের উপর জরিমানা ধার্য করা, রুটির কারখানায় রাতের শিফটে কাজ নিষিদ্ধ করা হয়। শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে শ্রমকমিশন গঠিত হয়। যে সব মালিক এতদিন শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে আসছিল তাদের সম্পত্তিচ্যুত করার আদেশ দেওয়া হয়। বেকার শ্রমিকদের কাজ ও সাহায্যের ঘোষণা করা হয়। অফিসার, সেনা অফিসার, বিচারপতি সকলের নির্বাচিত হওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। সব ধরনের নির্বাচিত ব্যক্তি অযোগ্য প্রমাণিত হলে নির্বাচকদের হাতে তাদের প্রত্যাহার করে নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়। ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করা হয়। চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। শিক্ষা হয় অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। কমিউন শাসনে এই প্রথম শ্রমিকরা মুক্তির স্বাদ পায়।

কিন্তু নানা কারণে কমিউনকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। ৭২ দিন পর ২৮ মে বুর্জোয়া সরকার অপরিসীম বর্বরতায় নির্বিচার হত্যাকাণ্ড চালিয়ে কমিউনকে ধ্বংস করে। বিচারের নামে প্রহসন ঘটিয়ে হাজার হাজার কমিউনার্ডকে হত্যা করে বুর্জোয়ারা বিপ্লব দমন করে। এই লড়াইকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে মানবমুক্তির দিশারী কার্ল মার্কস তাঁর চিন্তাধারাকে আরও ক্ষুরধার করেন, সমৃদ্ধ করেন। শ্রমিক বিপ্লবের প্রচলিত ভ্রান্ত তত্ত্বগুলিকে আদর্শগত সংগ্রামে পরাস্ত করে প্যারি কমিউনের লড়াই মার্কসবাদের অভ্রান্ত সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে। কমিউনার্ডদের অসীম বীরত্ব ও জঙ্গি লড়াই সত্ত্বেও কমিউনের পতন দেখায়, শ্রমিকবিপ্লবের জন্য সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব ও সঠিক বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব অবশ্য প্রয়োজন। প্যারি কমিউনের এই মহান সংগ্রামের ইতিহাস জানা সমস্ত মার্কসবাদীর অবশ্য কর্তব্য। ২০১১ সালে গণদাবীতে সংক্ষিপ্ত আকারে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। আরও কিছু সংযোজন করে সেটিকে সম্পাদিত আকারে ধারাবাহিক ভাবে আমরা প্রকাশ করছি।

আগের দুটি কিস্তিতে নেপোলিয়ন সাম্রাজ্যের পতন, পুনরায় বুরবোঁ রাজতন্ত্রের ক্ষমতা দখল, ১৮৩০-এ জুলাই বিদ্রোহে অর্লিয়ানিস্ট বংশের লুই ফিলিপের ক্ষমতা দখল এবং ১৮৪৮-এ ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে অস্থায়ী সরকার গঠন ও বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, সংবিধান পরিষদ থেকে শ্রমিক প্রতিনিধিদের বিতাড়ন এবং ২২ জুন শ্রমিক শ্রেণির বিদ্রোহকে নৃশংস ভাবে দমনের মধ্যে দিয়ে বুর্জোয়াদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কথা আলোচিত হয়েছে। এ বার তৃতীয় কিস্তি। — সম্পাদক, গণদাবী

(৩)

১৮৪৮ এর জুন সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিল বুর্জোয়াদের প্রজাতন্ত্রী গোষ্ঠী। জয়লাভের ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতা অনিবার্যভাবেই গিয়ে পড়ল তাদের হাতে। ক্ষমতা পেয়েই শাসক বুর্জোয়ারা দেশজুড়ে জরুরি অবস্থা জারি করল, সমস্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করে দিল। শ্রমিক নেতাদের উপর চলল নির্বিচারে ধরপাকড়, তদন্ত এবং বিচারের প্রহসন। সামরিক বিচারালয়ে ধৃত জুন-বিদ্রোহীদের অবিরাম দণ্ডদান অথবা বিনা বিচারে নির্বাসন। এখন আর তলার দিক থেকে বুর্জোয়াদের কোনও বিপদের আশঙ্কা রইল না।

শ্রমিকদের বিপ্লবী শক্তির সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়ল গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রীদের অর্থাৎ পেটি বুর্জোয়া অর্থে যারা প্রজাতন্ত্রী তাদের রাজনৈতিক প্রভাব।

শিল্পীর তুলিতে প্যারি কমিউনের লড়াই

জুনের দিনগুলিতে এরাই বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের সঙ্গে জুড়ে লড়াই করেছিল প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে। বোঝা গেল পেটি বুর্জোয়ারা বুর্জোয়াদের কাছে নিজেদের দাবিগুলি জোরের সঙ্গে তুলে ধরতে পারে ততক্ষণই যতক্ষণ তাদের পিছনে থাকে প্রলেতারিয়েত।

রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে সাময়িক ভাবে প্রলেতারিয়েতের অপসারণ ও আনুষ্ঠানিক ভাবে বুর্জোয়া একনায়কত্বের স্বীকৃতিলাভের ফলে বুর্জোয়া সমাজের মধ্যবর্তী স্তর, পেটি বুর্জোয়া ও কৃষক শ্রেণিকে ক্রমাগত ঘনিষ্ঠ হতে হল প্রলেতারিয়েতেরই সঙ্গে, কারণ তাদের অবস্থা হতে থাকল আরও অসহনীয় এবং বুর্জোয়াদের সঙ্গে তাদের বিরোধিতা হতে থাকল তীব্রতর। এই পেটি বুর্জোয়ারাই আগে তাদের দুর্গতির কারণ খুঁজে পেত প্রলেতারিয়েতের অভ্যুত্থানের ভিতরে, এখন তেমনই তারা তার সন্ধান পেল প্রলেতারিয়েতের পরাজয়ের মধ্যে।

পুঁজির উপর কর বসানোর যে পরিকল্পনা অস্থায়ী সরকার করেছিল তা এবার নাকচ করে দিল সংবিধান সভা। যে আইন শ্রমসময়কে দশ ঘণ্টায় বেঁধে দিয়েছিল তা বাতিল হয়ে গেল। ঋণগ্রস্তদের জন্য ফিরিয়ে আনা হল কারাদণ্ড। পত্রিকাগুলির উপর চাপানো হল নানা শর্ত। সংগ্রামের অধিকার ছেঁটে ফেলা হল।

প্রলেতারিয়েতের হাত থেকে সম্পত্তিরক্ষার অলীক মোহে প্যারিসের পেটি বুর্জোয়ারা— কাফে ও রেস্তোরাঁ-মালিক, মদ বিক্রেতা, ক্ষুদে ব্যবসায়ী, দোকানি, কারিগর প্রভৃতিরা জুনের দিনগুলিতে প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে মরিয়া লড়াই করেছিল। শ্রমিকেরা পর্যুদস্ত হতেই বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত এই পেটি বুর্জোয়ারা ফিরে গিয়ে দেখল, যে বাড়িতে তাদের বাস সেটা তাদের সম্পত্তি নয়, যে দোকান তারা চালায় সেটাও তাদের সম্পত্তি নয়, যে পণ্য নিয়ে তাদের কারবার তাও তাদের সম্পত্তি নয়, সব কিছুই মহাজনের কাছে বাঁধা। অস্থায়ী সরকার তাদের যে সব সুবিধাগুলি দিয়েছিল, সংবিধান সভা সে সবকিছুকে কেড়ে নিল। সভয়ে পেটি বুর্জোয়া লক্ষ করল, শ্রমিকদের খতম করে তারা বিনা প্রতিরোধে নিজেদের তুলে দিয়েছে পাওনাদারদের হাতে।

এই রকম পরিস্থিতিতেই ১৮৪৮ এর ৪ নভেম্বর গৃহীত হল নতুন সংবিধান। এই সংবিধান শ্রমিকদের প্রতারিত করল। কাজের অধিকার বাতিল করে দিল, পুঁজিপতিদের ওপর চাপানো বিশেষ কর বাতিল করে দিল, অবহেলিত হল ছোট ও মাঝারি বুর্জোয়াদের স্বার্থও। প্রজাতন্ত্রের শরীর থেকে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবকে নিঃশেষে মুছে দিল। সংবিধান রাষ্ট্রপতির হাতে তুলে দিল প্রভূত ক্ষমতা।

বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীরা বড় বুর্জোয়াদের স্বার্থে পেটি বুর্জোয়াদের বলি দিল। অথচ এই বড় বুর্জোয়ারাই ছিল প্রজাতন্ত্রের ঘোর বিরোধী। জুন অভ্যুত্থানের পর আতঙ্কগ্রস্ত বুর্জোয়ারা, পুরনো রাজতন্ত্রের মাতব্বরেরা এমন একজন একনায়কের খোঁজ করতে লাগল যে সব রকমের বিদ্রোহ-বিপ্লবের সম্ভাবনাকে দৃঢ় হাতে দমন করতে পারবে, তাদের আতঙ্কমুক্ত করতে পারবে। বোনাপার্ট বংশের লুই নেপোলিয়নের মধ্যে তারা খুঁজে পেল সেই ত্রাণকর্তাকে। লুই নেপোলিয়ন প্রথম নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র। যদিও দুই নেপোলিয়নের মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক। মার্ক্স বললেন, এই নেপোলিনয়ন আদি নেপোলিয়নের ব্যঙ্গচিত্র মাত্র। আসলে নেপোলিয়ন নামটার সাথেই জড়িয়ে রয়েছে একটা বিরাট মিথ। ফলে ঝানু বুর্জোয়া রাজনীতিবিদরা, অর্লিয়ানিস্টরা, ব্যাঙ্কমালিক-শিল্পপতির দল সব জুটে গেল নেপোলিয়নের চারপাশে। শ্রেণিদ্বন্দ্বে জর্জরিত সেদিনের ফ্রান্সে লুই নেপোলিয়ন হয়ে দাঁড়ালেন একমাত্র 'নিরপেক্ষ' ব্যক্তি!

১০ ডিসেম্বর ৬০ লক্ষ ভোট পেয়ে রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হলেন নেপোলিয়ন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাধারণতন্ত্রী বুর্জোয়া প্রার্থী জেনারেল কাভেনিয়াক পেলেন ১৪ লক্ষ ভোট। পেটি বুর্জোয়াদের সাথে প্রলেতারিয়েতও সেদিন দল বেঁধে নেপোলিয়নকে ভোট দিয়েছিল। কারণ এই সেই জেনারেল কাভেনিয়াক, যিনি চরম নিষ্ঠুরতায় জুন বিপ্লবকে দমন করেছিলেন। প্রলেতারিয়েতের কাছে নেপোলিয়নের জয়ের অর্থ কাভেনিয়াকের পদচ্যুতি, সংবিধান সভার উচ্ছেদ, বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের অবসান, জুন বিপ্লবের নিবৃত্তি। পেটি বুর্জোয়াদের কাছে নেপোলিয়নের জয় মানে মহাজনের উপর খাতকের জয়। যদিও পেটি বুর্জোয়া এবং প্রলেতারিয়েতের নিজস্ব দুজন প্রার্থী ছিল, কিন্তু তাঁদের সমর্থন জুটেছিল নামমাত্র।

সংবিধান সভা কৃষকের উপর ট্যাক্স চাপানোয় তারা রাগে ফুঁসছিল। রাজতন্ত্রের নিগড় থেকে মুক্ত স্বাধীন কৃষক শ্রেণি মনে করল নেপোলিয়নই তাদের একমাত্র প্রতিনিধি। প্রবল উচ্ছ্বাসে দলে দলে কৃষকরা গিয়ে ভোট দিল নেপোলিয়নকে। মুখে তাদের ধ্বনি— আর ট্যাক্স নয়, বড়লোকেরা নিপাত যাক, নিপাত যাক প্রজাতন্ত্র, দীর্ঘজীবী হোন সম্রাট!

নতুন রাষ্ট্রপতি যে মন্ত্রিসভা গড়লেন দেখা গেল তাতে অর্লিয় রাজতন্ত্রের সাথে যুক্ত লোকজনই বেশি। রাজা লুই ফিলিপের মন্ত্রী অদিলোঁ বারো হলেন লুই নেপোলিয়নের প্রথম মন্ত্রী। আর বারো মন্ত্রিত্বের প্রথম কাজ হল পুরনো রাজতন্ত্রী প্রশাসনকে ফিরিয়ে আনা।

রাষ্ট্রপতির আসনে বসার সাতদিনের দিন লুই বোনাপার্টের মন্ত্রিসভা লবণ কর চালু রাখার প্রস্তাব চালু করল— যে কর বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পূর্বেকার অস্থায়ী সরকার। কৃষকদের উপর চাপানো এই কর নেপোলিয়নের প্রতি কৃষকদের মোহ ধূলিসাৎ করে দিল। একের পর এক ঘটনায় বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী সংবিধান সভার সাথে রাজতন্ত্রী নেপোলিয়ন মন্ত্রিসভার বিরোধ ক্রমাগত অনিরসনীয় হয়ে উঠতে থাকল। স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রে কি আর সংবিধান সভার গুরুত্ব থাকে! (ক্রমশ)

পাঠকের মতামত

দলবদলের রাজনীতি জনস্বার্থে নয়

ভারতীয় রাজনীতিতে দলবদল একটি দুষ্ট ক্ষতের মতো অবস্থান করছে। পশ্চিমবঙ্গও আজ এর ব্যতিক্রম নয়। ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জগতে নবজাগরণের প্রভাব ও ভারতকে স্বাধীন করতে তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্ব যে আত্মত্যাগ, সংগ্রাম, ঐতিহ্যের সাক্ষী রেখেছিলেন তা ক্রমেই হারিয়ে যেতে বসেছে।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক দলগুলো মুখে মতাদর্শ, নীতি, নৈতিকতা, সততা, মূল্যবোধের কথা বললেও তাদের রাজনৈতিক চর্চার মধ্যে সেগুলি খুঁজে পাওয়া যায় না। দল পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দক্ষিণপন্থী দল কংগ্রেস, বিজেপি, তৃণমূলের নেতা-কর্মী হোক বা তথাকথিত বামপন্থী নামধারী সিপিএম-এর নেতা-কর্মী, বাস্তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পাওয়াও দুষ্কর। আজ রাজনৈতিক সদস্যদের দলত্যাগের ঘটনা দেশ ও রাজ্যের রাজনীতিকে কলুষিত করছে। ক্লাব-ফুটবলে জার্সি বদল এর মতো রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা দলবদল করছেন, সকালে ইস্টবেঙ্গল তো বিকেলে মোহনবাগান।

রাজনীতি শব্দের অর্থ নীতির রাজা বা শ্রেষ্ঠ নীতি, যার দ্বারা রাজ্য বা রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। আর আধুনিক রাজনীতির সহজ সংজ্ঞা হচ্ছে নিজেদের আখের গুছানো।

বর্তমানে সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা রাজনীতিকে ব্যক্তিগত পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে। তাদের কাছে রাজনীতি হল মোটা অর্থের আকর্ষণ, ব্যক্তিগত শ্রীবৃদ্ধি, মন্ত্রিত্ব, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কায়েমের উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ডানপন্থী ও বামপন্থী বেশিরভাগ দলেরই নীতি নৈতিকতা, মতাদর্শ স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের ভোগসর্বস্ব সমাজে বিলুপ্তপ্রায়। আজ তাই নীতিহীন রাজনীতিরই রমরমা। এই সব নেতা-কর্মীরা হিসেব কষে কোন দলে গেলে লাভ কত? কার পালে হাওয়া বেশি? কোন দল ক্ষমতায়? কোথায় গেলে পলিটিকাল কেরিয়ার সুরক্ষিত হবে? ব্যক্তিগত লাভ, সুবিধাবাদী রাজনীতির চর্চা, দুর্নীতির পর শাস্তির ভয়, দলীয় টিকিট না পাওয়া, এগুলিই দলত্যাগের কারণ। কোনও আদর্শের টানে তারা দলবদল করেন না। এই সব দলগুলি ক্ষমতা দখলের রাজনীতি করে। কাকে বা কাদের নিলে তারা ক্ষমতা দখল করতে পারবে এই হিসাব নিকাশ করেই দলত্যাগকে মদত দেয় তারা।

এই সব নেতারা নীতিহীন রাজনীতির মধ্যে দিয়ে, ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির হিসাবের মধ্য দিয়ে জনগণের আস্থা-বিশ্বাসকে যেমন আঘাত করছেন তেমনই রাজনীতি সম্পর্কে জনগণের মনে অশ্রদ্ধা গড়ে তুলছেন। এর ফলে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর জনগণ আস্থা হারাচ্ছে। এর দায় নেবে কে? এর দায় কি বর্তায় না সংশিষ্ট দল ও নেতাদের উপর। ভোট রাজনীতি কার্যত একটা প্রহসনে পরিণত হচ্ছে। সংবিধানে দলত্যাগ বিরোধী আইন আছে, কিন্তু সেই আইনের নানা ফাঁক গলে দলত্যাগ চলছেই।

আজ শুধু আইনের দ্বারা এর প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। এই হীন রাজনীতিতে জনস্বার্থেরই সবচেয়ে ক্ষতি। তাই দল নির্বিশেষে জনগণকে এমন রাজনীতিকে ঘৃণা করতে হবে। কারণ উন্নত রুচি, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, ব্যক্তিস্বার্থ বিবর্জিত রাজনীতিই একমাত্র জনস্বার্থকে রক্ষা করতে পারে। তার জন্য জনগণকেও বলিষ্ঠ ভাবে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই নীতিহীন, সুবিধাবাদী রাজনীতি পরাস্ত হতে পারে।

শ্যামল দত্ত, উত্তর দিনাজপুর

রায়গঞ্জে কমিউনিটি কিচেন

উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে অল ইন্ডিয়া ডি এস ও, অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি-র উদ্যোগে করোনা অতিমারির সময় লকডাউন পর্বে দুঃস্থ, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে ১৩-২১ জুন পর্যন্ত কমিউনিটি কিচেন পরিচালিত হয়। কিচেন থেকে প্রতিদিন প্রায় ১০০ জন মানুষকে রান্না করা খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি) দলের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সম্পাদক এবং ওই জেলার বামপন্থী আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা কমরেড গোপেশ মহন্ত-র জীবনাবসান ঘটেছে ১০ জুন, ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে। বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি ফুসফুসের জটিল রোগে ভুগছিলেন, এর মধ্যে করোনা আক্রান্ত হওয়ায় অবস্থা জটিল হয়ে যায়। ডাক্তার-নার্সদের অক্লান্ত চেষ্টায় করোনা মুক্ত হলেও শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবন রক্ষা করা যায়নি।

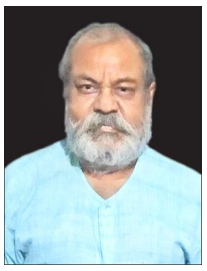

কমরেড গোপেশ মহন্ত ছাত্রাবস্থাতেই বামপন্থী ভাবধারার সাথে যুক্ত হয়ে খাদ্য আন্দোলন এবং তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে নানা আন্দোলনে যোগ দিয়ে অনেকবার কারারুদ্ধ হন। প্রথম জীবনে তিনি আরএসপি দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রাজ্যের প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচনে তিনি ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচিত হন। কিন্তু কিছুদিন পরেই আরএসপি-র সঙ্গে আদর্শগত ক্ষেত্রে পার্থক্যের জন্য তিনি প্রধান পদ এবং দল থেকেও পদত্যাগ করেন। পরে এলাকার মানুষের ডাকে সাড়া দিয়ে নির্দল প্রার্থী হিসাবে পুনরায় নির্বাচিত হন। ১৯৮০ সাল নাগাদ তাঁর পরিচিত এক শিক্ষকের কাছ থেকে বিশিষ্ট মার্কসবাদী দার্শনিক ও চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের 'ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও আমাদের কর্তব্য' বইটি পড়ে এস ইউ সি আই (সি) দলের আদর্শের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। এই বিষয়ে আরও আলোচনার জন্য তিনি এক বন্ধুকে নিয়ে সরাসরি কলকাতায় দলের কেন্দ্রীয় অফিসে চলে আসেন। সেখানে দলের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলোচনার পর দলের আদর্শকেই নিজের জীবনাদর্শ রূপে গ্রহণ করেন।

জেলায় ফিরে দলের সংগঠন গড়ে তোলার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। দক্ষিণ দিনাজপুরে দলের সাংগঠনিক বিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দলের কাজ শুরু করার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি পারিবারিক বিষয়ে দলের গাইডলাইনকেই প্রাধান্য দিয়ে চলতে থাকেন। স্ত্রী এবং সন্তানদের ভাল-মন্দ, ভবিষ্যৎ-ভাবনা দলের হাতেই ছেড়ে দেন।

পেশায় প্রাথমিক শিক্ষক কমরেড গোপেশ মহন্ত শুধু তাঁর ছাত্রছাত্রীদেরই নয়, এলাকার আরও অনেকের অভিভাবক হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনে অভ্যস্ত এই মানুষটি ছিলেন উন্নত রুচি-সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধসম্পন্ন বিরল চরিত্রের অধিকারী। যাঁরাই তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন, তাঁর চরিত্রের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েছেন। তাঁর প্রখর শ্রেণিচেতনা রূপ পেয়েছিল গরিব মানুষের প্রতি গভীর দরদবোধের মধ্যে। দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াতে তিনি ছিলেন সর্বদাই সচেষ্ট। বিস্তীর্ণ এলাকায় নানা সামাজিক, সাংস্কৃতিক কাজ গড়ে তুলেছিলেন তিনি। দরিদ্র ছাত্রদের সব দিক থেকে সাহায্য করা, মনীষী চর্চায় উৎসাহ দেওয়া ইত্যাদি নানা কাজের উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি। জেলায় বিদ্যুৎ গ্রাহক আন্দোলন, প্রাথমিক শিক্ষকদের আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলনে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল। বিপ্লবী রাজনীতি তাঁর মধ্যে উচ্চ হৃদয়বৃত্তির জন্ম দিয়েছিল। সুবক্তা না হয়েও দলের রাজনীতি এবং আদর্শের কথাগুলি সহজ কথায় মানুষের মধ্যে নিয়ে যেতে পারতেন। তাঁর চরিত্রের মধুর আকর্ষণেই সাধারণ মানুষ দলের রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হতেন। জেলার সাধারণ কর্মীদের কাছে তাঁর ভূমিকা ছিল পিতৃসম। প্রবল ধৈর্য ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। জীবনের শেষ পর্যায়ে হাসপাতালে প্রবল রোগ যন্ত্রণার মধ্যেও এই ধৈর্যের পরিচয় তিনি দিয়েছেন। ওই পরিস্থিতিতেও তাঁর মুখের হাসি মুছে যায়নি।

১০ জুন রাত্রে তাঁর মৃত্যুসংবাদ আসার পরেই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় দলের সমস্ত অফিসে রক্তপতাকা অর্ধনমিত করা হয়। পরদিন তাঁর মরদেহ হাসপাতাল থেকে বালুরঘাটের উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে কমরেড গোপেশ মহন্ত-র বিপ্লবী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের পক্ষে মাল্যদান করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অশোক সামন্ত। পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসুর পক্ষেও মাল্যদান করা হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী এবং কমরেড স্বপন চ্যাটার্জী মাল্যদান করেন। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সুভাষ দাশগুপ্তের পক্ষেও মাল্যদান করা হয়। রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড কিষান প্রধান, দক্ষিণ দিনাজপুরের পূর্বতন জেলা সম্পাদক কমরেড সাগর মোদক সহ চিকিৎসক, নার্স স্বাস্থ্যকর্মীরা মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।

বালুরঘাটের পথে গভীর রাতেও কৃষ্ণনগর, গাজোল, মালদায় দলের নেতা-কর্মীরা শ্রদ্ধা জানান। মরদেহ বালুরঘাটে দলের জেলা কার্যালয়ে পৌঁছলে নেতা-কর্মীদের সাথে বহু সাধারণ মানুষ সমবেত হয়ে শ্রদ্ধা জানান। পূর্বতন জেলা সম্পাদক কমরেড প্রণবেশ চৌধুরী এবং বর্তমান জেলা কমিটির সদস্যরা শ্রদ্ধা জানান। অন্যান্য বামপন্থী রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। শেষ যাত্রায় কমসোমলের সদস্যরা গার্ড অফ অনার দেয় এবং শত শত মানুষ তাতে অংশ নেন।

কমরেড গোপেশ মহন্তর মৃত্যুতে দল হারাল এক গুরুত্বপূর্ণ সংগঠককে, জেলাবাসী হারাল একজন বলিষ্ঠ বামপন্থী নেতা ও সাধারণ মানুষের অভিভাবকতুল্য একজনকে।

২১ জুন বালুরঘাটে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ শ্রদ্ধা জানান। এছাড়াও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড নুরুল ইসলাম।

কমরেড গোপেশ মহন্ত লাল সেলাম

অবিলম্বে দাম কমাও, সবাইকে টিকা দাও

দাবি ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির

ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের অবহেলায় ত্রিপুরার স্বাস্থ্যব্যবস্থায় এক অসহনীয় বিপর্যয় নেমে এসেছে। একদিকে করোনা অতিমারি, অন্য দিকে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেড়েছে। হাসপাতালগুলিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার, নার্স, চিকিৎসাকর্মী ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার অভাবে করোনা সহ অন্যান্য রোগীরা উপযুক্ত চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছে না। পরিযায়ী, নির্মাণ ও পরিবহণ শ্রমিক, দিনমজুর, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সহ অনেক বেসরকারি কর্মচারী রোজগারহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। এদিকে প্রতিদিন পেট্রোল, ডিজেল সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম লাফিয়ে বাড়ছে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারের কোনও ভূমিকা নেই। পেট্রোপণ্যে আমদানি-মূল্যের চেয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ট্যাক্সের পরিমাণ বেশি। রাজ্যে প্রতিদিন খুন, ধর্ষণ, মাদক ব্যবসা, চুরি, ডাকাতি বেড়েই চলছে। সাংবাদিক সহ প্রতিবাদী মানুষের উপর চলছে সংগঠিত আক্রমণ। পুলিশ প্রশাসনের উপর আস্থা হারিয়ে কিছু মানুষ আইন নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে।

এই অবস্থায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দল নানা দাবিতে ২৮ জুন আগরতলার সিটি সেন্টারের সামনে বিক্ষোভ ধরনা সংগঠিত করে। দাবি ছিল— ১) পেট্রল, ডিজেল, রান্নার গ্যাসে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ট্যাক্স কমাতে হবে, ২) কর্পোরেট সংস্থাগুলির থেকে অধিক অর্থ আদায় করে করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে, ৩) নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে, ৪) রোজগারহীন প্রতিটি পরিবারকে মাসিক ৭০০০ টাকা অনুদান দিতে হবে, ৫) সকল মানুষের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে, ৬) যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সকল জনসাধারণের বিনামূল্যে টিকাকরণের ব্যবস্থা করতে হবে, ৭) রাজ্যের চিকিৎসা পরিষেবা উন্নত করতে প্রয়োজন অনুসারে ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করতে হবে।

ধরনায় বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক অরুণ ভৌমিক।

প্রতিষ্ঠা দিবসে ত্রাণ বিতরণ, রক্তদান শিবির যুবদের

২৬ জুন ছিল যুব সংগঠন এআইডিওয়াইও-র ৫৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস। এ দিন কলকাতায় কেন্দ্রীয় অফিসে এই উপলক্ষে রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহিদ বেদিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক প্রতিভা নায়ক। শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন রাজ্য সম্পাদক নিরঞ্জন নস্কর সহ রাজ্য ও জেলা নেতৃবৃন্দ। সাধারণ সম্পাদক ক্রমবর্ধমান বেকারির বিরুদ্ধে যুবকদের সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানান। এর জন্য ১৮ জুলাই আনএমপ্লয়েড ইয়ুথ স্ট্রাগল কমিটি-র নামে জাতীয় কনভেনশনের ডাক দেওয়া হয়েছে। সংগঠনের জেলা কমিটির পক্ষ থেকে এদিন ফুটপাতবাসীদের ত্রাণ দেওয়া হয়।

কলকাতায় ত্রাণ বিতরণ

এ দিন নদীয়ার কৃষ্ণনগরে প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। রক্তপতাকা উত্তোলন ও আলোচনাসভার পর অতিমারি ও লকডাউনের কোপে দুঃস্থ ৩০টি পরিবারের হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এরপর সংগঠনের কর্মী-সমর্থকরা পেট্রল-ডিজেল ও ভোজ্য তেলের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সহ উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই (সি)-র নদীয়া জেলা কমিটির সদস্য কমরেড কমল দত্ত।

কৃষ্ণনগরে বিক্ষোভ

প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ পৌরসভার পুরানো বাজারে অতিমারির কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয় স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির। প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে এ দিন ১৬ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন।

জীবনাবসান

বীরভূম জেলার মুরারই লোকাল কমিটির প্রবীণ কর্মী কমরেড ফকিরুদ্দিন সেখ ২২ মে বার্ধক্যজনিত রোগে ৯০ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। মুরারই লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড গোলাম মুজতবা, লোকাল কমিটির সদস্য সহ এলাকার অন্যান্য কমরেড ও সাধারণ মানুষ উপস্থিত হয়ে কমরেড ফকিরুদ্দিন সেখের মরদেহে মাল্যদান ও এক মিনিট নীরবতা পালন করে শ্রদ্ধা জানান।

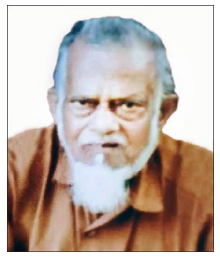

কমরেড ফকিরুদ্দিন সেখ দারিদ্রের সাথে লড়াই করে জীবন অতিবাহিত করেছেন। মুরারই এলাকায় পার্টি গড়ে ওঠার প্রথম দিকে ১৯৬১ সালে তিনি প্রয়াত জননেতা কমরেড জিয়াদ আলি বক্সীর মাধ্যমে এ যুগের শ্রেষ্ঠ মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন ও দল গড়ে তোলার সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত করেন। কমরেড জিয়াদ আলি বক্সীর ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা ও সাহচর্যে দলের সাথে তাঁর একাত্মতা গড়ে ওঠে এবং তিনি একজন নিষ্ঠাবান কর্মীতে পরিণত হন। নেতৃস্থানীয় সংগঠক কমরেড বকুল চৌধুরীর স্নেহময় রাজনৈতিক সাহচর্য তাঁকে বিকশিত করে তোলে। কমরেড সেখ মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের অনেক মিটিং ও ক্লাসে থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেই সময়ে কংগ্রেসি জোতদারদের আক্রমণের বিরুদ্ধে ও পরে সিপিএমের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রামী ভূমিকা নিয়ে সাহস ও নিষ্ঠার সাথে তিনি দলের কাজ করে গিয়েছেন। ১৯৬৬ সালে ভুখা মিছিলে গ্রামের অন্যান্য মানুষের সাথে তিনিও অংশগ্রহণ করেন, নিজের গ্রাম দাঁতুড়া থেকে রামপুরহাট, ৪০ কিলোমিটারেরও বেশি পথ পায়ে হেঁটে যান। দলের সমস্ত ধরনের আন্দোলনে তিনি নিয়মিত অংশ নিতেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত পার্টির চিন্তা বুকে বহন করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল নীরবে দল-অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাওয়া এক সংগ্রামী চরিত্রকে, এলাকার মানুষ হারাল তাদের প্রিয়জনকে।

প্রয়াত কমরেড ফকিরুদ্দিন সেখের বিপ্লবী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ২০ জুন দাঁতুড়া গ্রামে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের জেলা সম্পাদক কমরেড মদন ঘটক।

কমরেড ফকিরুদ্দিন সেখ লাল সেলাম

দলের মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর উত্তর লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড সাহিন বেগম ১৮ জুন রাতে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর ক্যান্সারের চিকিৎসা চলছিল, তার সাথে মারণ রোগ কোভিডের আক্রমণ ঘটায় তাঁর জীবন রক্ষা করা যায়নি।

কমরেড সাহিন বেগম উত্তর চব্বিশ পরগণার ব্যারাকপুরে এক কংগ্রেস সমর্থক পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতা আব্দুল লতিফ এস ইউ সি আই (সি)-র প্রয়াত নেতা কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর বক্তব্য শুনে আকৃষ্ট হন এবং কংগ্রেস পরিত্যাগ করে এই দলের রাজনীতিকেই জীবনে গ্রহণ করেন। তিনি পরিবার পরিজনদেরও দলের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করেন। তারই ধারাবাহিকতায় কমরেড সাহিন বেগমের দাদা কমরেড হাসান দলের একজন দায়িত্বশীল কর্মীতে পরিণত হন। সেই সূত্রেই কমরেড সাহিন বেগম দলের সংস্পর্শে আসেন। সদ্য প্রয়াত মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও অফিস সম্পাদক কমরেড নুরসেদ আলি'র সাথে বৈবাহিক সূত্রে কমরেড সাহিন বেগম ১৯৯২ সালে বহরমপুরে আসেন। নেতৃত্বের প্রত্যক্ষ সাহচর্যে কমরেড সাহিন ব্যক্তিগত স্বার্থকে গৌণ করার সংগ্রাম শুরু করেন এবং ধীরে ধীরে দলের সদস্যপদ অর্জন করেন। তিনি দলের বহরমপুর উত্তর লোকাল কমিটির সদস্য ও অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের জেলা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। প্রথাগত শিক্ষা না থাকা সত্ত্বে ও দলের পত্রপত্রিকা পড়ার প্রতি আগ্রহ ছিল অপরিসীম। তাঁর মাতৃভাষা ছিল হিন্দি। ফলে অনেক সময়ই বাংলা পড়তে ও বলতে সমস্যা হত। তা সত্ত্বেও প্রয়োজনে অন্যের সাহায্য নিয়ে পড়াশোনা করতেন। কমরেড সাহিন বেগমের অকপট সারল্য ও কাজের প্রতি প্রবল আগ্রহ-উদ্যোগ শুধু দলীয় স্তরেই নয়, সাধারণ মানুষকেও আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করত। রোগের বিধিনিষেধের জন্য শেষের প্রায় দু'বছর তাঁকে বাড়িতেই কাটাতে হয়। কিন্তু সমস্ত দলীয় কর্মসূচির খবরাখবর নিতেন প্রতিনিয়ত, দলের সদস্য চাঁদা নিয়ম করে পাঠিয়ে দিতেন। তাঁর ঘনিষ্ঠজনদেরও দলের কর্মীতে পরিণত করতে সচেষ্ট ছিলেন। কমরেড সাহিন বেগমের মৃত্যুতে দল একজন নিষ্ঠাবান কর্মীকে হারাল।

কমরেড সাহিন বেগম লাল সেলাম

প্যালেস্টাইনের সংগ্রাম ন্যায়ের পক্ষে

আন্তর্জাতিক সংহতি সম্মেলনে এআইএআইএফ

তিউনিশিয়ার জেনারেল লেবার ইউনিয়নের সহযোগিতায় দ্য আরব ইন্টারন্যাশনাল ফোরামের উদ্যোগে ১৬-১৭ জুন অনুষ্ঠিত হল একটি অনলাইন সম্মেলন। বিষয় ছিল, প্যালেস্টাইনের প্রতি ন্যায়বিচার, যার মূল উদ্দেশ্য, দখলদারি ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত প্যালেস্তিনীয়দের জন্য সহযোগিতার উপায়গুলি খুঁজে বের করা। অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের পক্ষে এই সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন এস ইউ সি আই (সি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কে শ্রীধর।

কমরেড কে শ্রীধর

সম্মেলনের ছ'টি অধিবেশনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আইনগত, প্রচার ও সংস্কৃতিমূলক, পুনর্গঠন ও স্বাস্থ্য বিষয়ে এবং শিক্ষা ও মানসিক স্তরে সহযোগিতার উপায় নিয়ে আলোচনা হয়। মিশর, মরক্কো, আলজেরিয়া, সিরিয়া, লেবানন, টিউনিশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রিস, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভেনেজুয়েলা, আয়ারল্যান্ড সহ নানা দেশের প্রতিনিধিরা প্যালেস্তিনীয় জনগণের সংগ্রামের প্রতি সংহতি জানিয়ে উপরের ক্ষেত্রগুলিতে সহযোগিতার কথা বলেন। কমরেড কে শ্রীধর 'রাজনৈতিক সহযোগিতা'— বিষয়টির উপর বক্তব্য রাখেন। বক্তাদের বক্তব্য বিচার-বিবেচনা করে 'তিউনিশিয়ান ডিক্লারেশন' নামে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হবে।

সম্মেলনের পর ১৪ সদস্যের 'আরব ইন্টারন্যাশনাল প্রিপারেটরি কমিটি' গঠিত হয়। কমরেড শ্রীধর এই প্রস্তুতি কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। প্যালেস্টাইন সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন ও সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে প্রস্তুতি কমিটি প্রতি তিনমাস অন্তর বৈঠকে বসবে। এই ফোরামটিকে প্যালেস্টাইনের প্রতি ন্যায়বিচারের একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

এআইএআইএফ-কে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়ার জন্য উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে কমরেড শ্রীধর বলেন, গত মে মাসে গাজা ভূখণ্ডে দশ দিন ধরে ইজরায়েল যেভাবে বোমাবর্ষণ করেছে, ১৯৪৮ সালের পর এমন আর ঘটেনি। পাশাপাশি একই সময়ে বিশ্ব জুড়ে এর যে প্রতিবাদ সংঘটিত হয়েছে, তাও অভূতপূর্ব।

তিনি বলেন, ১৯৪৮ সালে ইজরায়েল গঠনের ঘোষণা হওয়ার কিছুদিন পর থেকেই উগ্র ইহুদিবাদীরা প্যালেস্টাইনে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বাস করে চলা আরবদের উৎখাত করতে শুরু করে। এর পিছনে ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র। প্রাকৃতিক উপাদানে সমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যে আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে মার্কিন নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদ তাদের পা-রাখার জায়গা হিসাবে ইজরায়েল গঠনের পরিকল্পনা করেছিল। প্যালেস্টাইনের আরব অধিবাসীদের বিরুদ্ধে ইহুদিবাদী আগ্রাসন চালাতে ইজরায়েলকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সমস্ত রকম রাজনৈতিক ও সামরিক সাহায্য করে চলেছে। এদের পৃষ্ঠপোষকতায় ইজরায়েল ১৯৪৯-এর জেনেভা কনভেনশনের সমস্ত নীতি অগ্রাহ্য করে প্যালেস্টাইনের জমি দখর করে নিজেদের ইহুদি-বসতি গড়ে তুলছে। বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তি এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতির ফলে ইহুদিবাদীরা প্যালেস্টাইনের অধিবাসীদের উপর বর্বর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। গাজা ভূখণ্ড ও ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে জনবসতি, স্কুল এমনকি হাসপাতালের উপর বোমাবর্ষণ করে ইজরায়েল সেগুলিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে, খাদ্য ও ওষুধ সরবরাহে বাধা সৃষ্টি করেছে এবং মহিলা ও শিশু সহ হাজার হাজার নিরীহ প্যালেস্টিনীয় নাগরিককে হত্যা করেছে। এরই মধ্যে আশার বিষয় হল, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সাধারণ মানুষ আজ প্যালেস্টাইনের দাবিগুলির প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে। এমনকি খোদ ইজরায়েলের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকরা প্যালেস্টাইনের অধিবাসীদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করছে। সমস্ত দেশের স্বাধীনতাপ্রেমী গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষের উদ্দেশ্যে কমরেড শ্রীধর প্যালেস্টাইনের অধিবাসীদের প্রতি সংহতি জানিয়ে বিশ্বজুড়ে শক্তিশালী জঙ্গি গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান যার চাপে ইজরায়েলকে সহযোগিতা করা থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরত করা যায় এবং ইজরায়েলকেও বাধ্য করা যায় তার আগ্রাসন ও গণহত্যার নীতি পরিত্যাগ করতে। প্রতিটি দেশের সরকার যাতে প্যালেস্টিনীয়দের স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের ন্যায়সঙ্গত দাবিটি সমর্থন করে, নিজের নিজের দেশের সরকারের কাছে সেখানকার মেহনতি সাধারণ মানুষের এই দাবি তোলা উচিত। যারা সাম্রাজ্যবাদী ও ইহুদিবাদীদের প্যালেস্টাইনে আক্রমণ ও আগ্রাসন চালাতে সহযোগিতা করছে, সেইসব সরকারের সঙ্গে দেশের মানুষের সহযোগিতা করা উচিত নয়।

কমরেড শ্রীধর অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের পক্ষ থেকে প্যালেস্টাইনের বীরত্বপূর্ণ আপসহীন সংগ্রামের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করেন এবং বলেন, একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রের ন্যায্য দাবিদারদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট ইহুদিবাদী আগ্রাসনকারীদের এই যুদ্ধকে কখনওই দুই ধর্মের মধ্যেকার লড়াই হিসেবে দেখা উচিত নয়। বাস্তবে এ হল স্বাধীনতা ও ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ। এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে, এই যুদ্ধ বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণির সহায়ক। কারণ, এই যুদ্ধে যদি সাম্রাজ্যবাদীরা জেতে, তা হলে তারা বিশ্বের বাকি অংশেও একই অপরাধ চালিয়ে যাবে। অন্যদিকে, যদি প্যালেস্টিনীয়রা জয়লাভ করে, তা হলে সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যাচার বাধাপ্রাপ্ত হবে।

কমরেড কে শ্রীধর তাঁর ভাষণে বলেন, এই দাবির সমর্থনে ভারতে জনমত গঠন ও সংগ্রাম গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে।

জীবনাবসান

মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলার খড়িবোনা আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক কমরেড মহসিন আলি ৪ জুন, করোনায় আক্রান্ত হয়ে বহরমপুর মাতৃ সদন হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। মৃত্যুসংবাদ এলাকায় পৌঁছতেই দলের কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে।

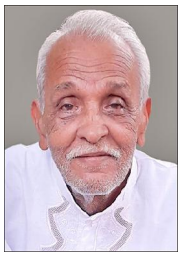

কমরেড মহসিন আলি কিশোর বয়স থেকেই ভাল ফুটবল খেলার সুবাদে ভগবানগোলা ২নং ব্লকের টিকলির চর সহ আশেপাশের এলাকায় জনপ্রিয় ছিলেন। এলাকায় ক্লাব গড়ে তুলতে তিনি অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭৪ সালে দলের বর্তমান জেলা সম্পাদক কমরেড সাধন রায়ের মাধ্যমে কমরেড মহসিন আলি সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন এবং ধীরে ধীরে দলের কর্মী হয়ে ওঠেন। পরে প্রাথমিক শিক্ষক হওয়ার সুবাদে শিক্ষক সংগঠন বি পি টি এ-র সাথে যুক্ত হন এবং এলাকার শিক্ষকদের যুক্ত করে ইংরেজি পুনঃপ্রবর্তন ও পাশ-ফেল চালুর দাবিতে শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি বৃত্তি পরীক্ষা পরিচালনার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। দলের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এলাকার মানুষকে যুক্ত করার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। দলের প্রচার এবং প্রসারকে তিনি ব্যক্তিগত কাজের ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়ার জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। ২০০৯ সালে দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের প্রাক্কালে আঞ্চলিক সম্মেলনে তিনি লোকাল সম্পাদক নির্বাচিত হন। ২০১৭ সালে তাঁর নেতৃত্বেই এলাকায় গড়ে ওঠে বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ আন্দোলন। এই আন্দোলন ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে এবং পুলিশের গুলিতে শহিদ হন কমরেড নহিরউদ্দিন।

কমরেড মহসিন আলি ছিলেন মৃদুভাষী, প্রচারবিমুখ, যুক্তিবাদী এবং সাহসী। এই সব গুণেই তিনি সাধারণ গরিব মানুষের আপনজন হয়ে উঠেছিলেন। পরিবারের সদস্যদেরও দলের সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল একজন সাহসী, একনিষ্ঠ সংগ্রামী কর্মীকে এবং এলাকার গরিব মানুষ হারাল তাদের আপনজনকে।

কমরেড মহসিন আলি লাল সেলাম

টিকা জালিয়াতির তদন্তের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি

মহামারী করোনা প্রতিরোধে যে টিকা অবশ্যপ্রয়োজনীয় বলে বিজ্ঞানীরা বার বার বলছেন, সেই টিকা নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি প্রকাশ্যে এসেছে। এর যথাযথ তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে ২৯ জুন এসইউসিআই(সি) রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রীকে নিম্নলিখিত চিঠিটি দেন।

মাননীয় মহাশয়া,

নকল টিকা, ভুয়ো টিকাকেন্দ্র ও জাল আইএএস-র ঘটনা যেভাবে ঘটেছে তাতে প্রশ্ন উঠেছে—

১) একজন জালিয়াত এতদিন ধরে রাজ্যের মন্ত্রী, কলকাতা কর্পোরেশন, শাসক দলের সাংসদ ও নেতা এবং পুলিশকে ধোঁকা দিয়ে ক্যাম্প করে মাস্ক, স্যানিটাইজার বিলি করল, মন্ত্রী ও অফিসারদের সঙ্গে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ফলকে নাম ছাপাতে পারল কেমন করে?

২) টিকা ও প্রতিষেধকের জন্য সাধারণ মানুষের হন্যে হয়ে বেড়ানোর সুযোগ নিয়ে উক্ত তথাকথিত জালিয়াত শাসক দলের সাংসদ ও বিধায়ককে দিয়ে প্রচার করে একাধিক ভুয়ো টিকাকরণ কেন্দ্র সংগঠিত করল অথচ পুলিশ কিছু জানতেই পারল না, তা কী করে সম্ভব হল?

৩) অভিযুক্ত ব্যক্তি কলকাতা কর্পোরেশন ও ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশনের নামে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলল এবং তাতে ২ কোটি টাকার মতো লেনদেন হল, চাকরি দেওয়া, স্টেডিয়াম তৈরি করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রভৃতির মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকার ঘুষ নেওয়া চলল, অথচ পুলিশ বা সরকার কোনও কিছুই টের পেল না, তা কেমন করে সম্ভব হল? অভিযুক্ত দেবাঞ্জন দেবের মধ্যে কি তাহলে আর একটি সুদীপ্ত সেনের মতো ঘটনা লুকিয়ে আছে?

৪) মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আপনি কেবলমাত্র কর্পোরেশন ও পুলিশের বিরুদ্ধে নামমাত্র কিছু মন্তব্য করেই দায়িত্ব এড়িয়েছেন। বাস্তবে শাসক দল, রাজ্য সরকার ও পুলিশের প্রভাবশালী অংশের মদত ছাড়া যে এই ঘটনা এতদূর পর্যন্ত যেতে পারে না স্বাভাবিকভাবেই সেই ধারণা সাধারণ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কেবল রাজ্য সরকারের তদন্তকারী সংস্থা দিয়ে তদন্ত করলে সত্য উদঘাটিত হওয়ার পরিবর্তে তা ধামাচাপা দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

আমাদের দাবি কোনও কর্মরত বিচারককে দিয়ে বা অন্য কোনওভাবে নিরপেক্ষ তদন্ত করে তার রিপোর্ট জনসমক্ষে আনা হোক এবং দোষীরা যত প্রভাবশালীই হোন না কেন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। আমরা আরও মনে করি, সরকারের তরফে কেবল ঘোষণা নয়, অসংখ্য মানুষের জীবন নিয়ে এমন জঘন্যতম অপরাধ এই চক্র চলতে পারল কী করে তারও জবাব সরকারকে দিতে হবে।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

মৈপীঠে দুর্গতদের ত্রাণে কমসোমল

ইয়াস ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগণার হাজার হাজার পরিবার। পাশাপাশি করোনা ও লকডাউনে মানুষের জীবিকা-সংস্থান অনিশ্চিত হয়ে রয়েছে। এরকম সময়ে দুর্গত পরিবারের শিশু কিশোরদের পাশে দাঁড়ালো এসইউসিআই(সি)-র কিশোর সংগঠন কমসোমল।

সংগঠন এই সমস্ত মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছিল রাজ্য জুড়ে। এই আহ্বানে এগিয়ে আসেন দরদি মানুষজন। শুধু অভিভাবকরা নয়, কমসোমল ব্রিগেডের শিশু-কিশোরও তুলে দেয় অর্থসাহায্য। তারা বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের কাছে সহযোগিতার আবেদন করে এবং নিজের জমানো টাকা, যা দিয়ে কেউ ভেবেছিল নতুন ব্যাগ বা জামা কিনবে, আবার কেউ ভেবেছিল অন্য কাজে খরচ করবে, সেই টাকাও তুলে দেয় সংগঠনের হাতে। তাদের করা সাহায্য-অর্থ দিয়ে, বেশ কিছুদিন ধরেই কমসোমল জেলায় জেলায় ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচি পরিচালনা করছিল।

২৮ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগনার মৈপীঠে পাঁচমাথার মোড়ে ১৬৫ জন শিশু-কিশোরকে খাদ্য-বস্ত্র-শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কমসোমলের রাজ্য ইনচার্জ সপ্তর্ষি রায়চৌধুরী ও রাজ্য বডির সদস্য শুভেন্দু মণ্ডল সহ এসইউসিআই(সি)-র জেলা ও মৈপীঠ অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ।

ত্রাণকার্যে সিপিডিআরএস

মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির উদ্যোগে ২২ জুন ইয়াস কবলিত কুলতলীর ভাসা এলাকায় প্রায় ১৭০ জন দুর্গত মানুষের হাতে ত্রাণ দেওয়া হয়। জেলা কমিটির সভাপতি ও ভূগোলবিদ ডঃ কানাইলাল দাসের নেতৃত্বে ৭ সদস্যের একটি টিম বিধ্বস্ত নদীবাঁধ ঘুরে দেখেন।

সমবেত নাগরিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, প্রতি বছর প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে। আর সুন্দরবনের মানুষের জীবনজীবিকা ধ্বংস হয়। সরকারগুলির চরম উদাসীনতা ও নিষ্ঠুরতার ফলে মানুষের বাঁচার অধিকার আজ প্রশ্ন চিহ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এ জিনিস চলতে পারে না। সিপিডিআরএস মনে করে নদী বিশেষজ্ঞ, প্রযুক্তিবিদ ও বিজ্ঞানীদের নিয়ে সুন্দরবনের সংরক্ষণ, নদীবাঁধ স্থায়ীভাবে নির্মাণ ও জনগণের জীবন জীবিকা রক্ষা করার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে সক্রিয় উদ্যোগ নিতে হবে।

তমলুকে এআইডিওয়াইও-র মেডিকেল ক্যাম্প

ইয়াস ঝড়ে রূপনারায়ণ নদীর পাড়ে প্রবল জলোচ্ছাসে বিধ্বস্ত পূর্ব মেদিনীপুরের অমৃতবেড়িয়া-দনিপুর এলাকায় যুব সংগঠন এ আই ডি ওয়াই ও ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প করল ২১ জুন। ৭০ জন রোগীর বিনামূল্যে চিকিৎসা করে ওষুধ দেওয়া হয়। বাড় অমৃতবেড়িয়া স্পোর্টিং ক্লাব ও মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সহযোগিতায় এই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় বাড় অমৃতবেড়িয়া ক্লাব প্রাঙ্গণে। উপস্থিত ছিলেন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের পক্ষে ডাঃ বিশ্বনাথ পড়িয়া, ডাঃ কৌশিক মণ্ডল, ডাঃ কোয়েল জানা, ডাঃ সেখ তসলিব আব্বাস ও মনোয়ার আলি। উপস্থিত ছিলেন এআইডিওয়াইও-র রাজ্য ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং বাড় অমৃতবেড়িয়া স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি রঞ্জন সাঁতরা ও সম্পাদক মিলন ভৌমিক।

জেলায় জেলায় পাঠ্যসামগ্রী বিতরণ এ আই ডি এস ও-র

শ্যামপুর, হাওড়া

এআইডিএসও-র উদ্যোগে ২১ জুন উত্তর ২৪ পরগণায় সন্দেশখালির রামপুর ও মণিপুর অঞ্চলে করোনা অতিমারি ও ঘূর্ণিঝড় ইয়াসে বিপর্যস্ত দেড়শো জন ছাত্রছাত্রীর হাতে শিক্ষা সামগ্রী তুলেদেওয়া হয়। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য ও উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সভাপতি কমরেড অভিজিৎ মুখার্জি। এর আগে ১৯ জুন প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে ওই জেলারই হিঙ্গলগঞ্জে

উত্তর ২৪ পরগণা

রূপমারি অঞ্চলে দু'টি গ্রামের ১০২ জন ছাত্রছাত্রীকে এআইডিএসও-র পক্ষ থেকে শিক্ষাসামগ্রী প্রদান করা হয়।

ইয়াস ঝড় ও রূপনারায়ণের জলোচ্ছ্বাসে হাওড়া জেলার গাদিয়াড়া, শিবগঞ্জ ও অনন্তপুর এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলের তলায় চলে গিয়েছিল। ওই অঞ্চলের অনন্তপুরে নিম্ন বুনিয়াদি প্রাইমারি স্কুলে এ আই ডি এস ও র হাওড়া জেলা গ্রামীণ ইউনিটের পক্ষ থেকে ছাত্রছাত্রীদের হাতে শিক্ষাসামগ্রী ও খাদ্যদ্রব্য তুলে দেওয়া হয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় কুলতলি, এল প্লট সহ সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকাগুলিতে ত্রাণ শিবিরে কয়েকশো পরিবার ও পাঁচ শতাধিক ছাত্রছাত্রীকে শুকনো খাবার, শিক্ষাসামগ্রী দেওয়া হয়েছে। ঝাড়গ্রাম জেলাতেও দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদের বহরমপুর, উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ ও বীরভূমের সিউড়ি সদরে চলছে ছাত্র ছাত্রীদের দ্বারা পরিচালিত সম্প্রীতি কিচেন। এই

বীরভূম

কিচেনগুলি থেকে প্রতিদিনই গড়ে প্রায় শতাধিক মানুষ খাবার পেয়ে উপকৃত হচ্ছেন।

বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

২৫ জুন পূর্ব মেদিনীপুরে ইয়াস বিধ্বস্ত রামনগরের চাঁদপুর এবং দক্ষিণ ট্যাংরামারিতে ৬টি গ্রামের ১৫০ জন ছাত্রছাত্রীর হাতে পাঠ্য ও খাদ্যসামগ্রী তুলে দেওয়া হল এআইডিএসও-র পক্ষ থেকে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও জেলা সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় এবং রাজ্য কমিটির সদস্য ইন্দ্রজিৎ পয়ড়্যা।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com